Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

শাক্ত সাহিত্যে রামপ্রসাদ;

সুবিনয় বর

সহকারি শিক্ষক, চক কৃষ্ণরামপুর বরদাময়ী হাই স্কুল, ফলতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author: *সুবিনয় বর

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19603861

Abstract

বাংলা শাক্ত সাহিত্যের ইতিহাসে রামপ্রসাদ সেন এক বিরল প্রতিভা। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মুসলমান অপশাসন, রাষ্ট্রীয় অত্যাচার, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর শাসন -শোষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়,মহামারী, দস্যু ও বর্গীদের আক্রমনে অত্যাচারিত হতোদ্যম দিশাহীন বাঙালিদের সঠিক পথের দিশা দেখানোর জন্য, সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য, জাতিগত সংহতির বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কালভয় হারিনি,শক্তি রুপিনী, কালী মায়ের রাতুল চরণে নিজেকে বা নিজেদের সমর্পণ করে যুগযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্যই শাক্ত সাহিত্যের আবির্ভাব। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে,১. - " everybody and everything was on sale"- "মসিল দিয়ে তসিল করার যুগে" শাক্ত পদ কর্তাদের মতোই রামপ্রসাদ সেন বাস্তব জীবনের কঠোর কঠিন জীবন সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট,হতাশা, অপ্রাপ্তি কিংবা ভবজীবন বা সংসারজীবন থেকে মুক্তির যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সহজ -সরল ভাব ভাষায় ব্যক্ত করে আপামর বাঙালির হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে ভক্তি রসে জারিত করে। প্রাণঢালা আবেগ মায়ের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস- ভক্তি ও অভিমানের মধ্যে দিয়ে মাতৃপাদপদ্মে স্থান পাওয়ার ঐকান্তিক বাসনা এক কথায় অনবদ্য। সর্বোপরি তার আগমনী, বিজয়া ও ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদ রচনায় অনন্য কীর্তি তাকে বাংলা শাক্ত সাহিত্যের সাধক কবির শিরোপায় ভূষিত করেছে, যা তার কৃতিত্বের অনন্য নজির।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 06-03-2026
- **Accepted:** 12-04-2026
- **Published:** 16-04-2026
- **MRR:**4(4); 2026: 166-170
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

সুবিনয় বর. শাক্ত সাহিত্যে রামপ্রসাদ; Indian J Mod Res Rev. 2026;4(4):166-170.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

KEYWORDS: সাধক, কবিত্ব, আগমনী, বিজয়া, অষ্টাদশ শতাব্দি, ভক্তের আকুতি, রামপ্রসাদী সুর, সহজ-সরল ভাব - ভাষা

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

INTRODUCTION

মধ্যযুগের প্রায় শেষের দিকে শাক্ত সাহিত্যের ধারা বিকশিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চূড়ান্ত অবক্ষয়ের পর্বে বা কালে অসহায়, নিঃস্ব মানুষগুলির অবলম্বন হয়ে উঠেছিল শক্ত দেবতারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বা যারা শক্তি দেবীর সাধনা করে তাদের শাক্ত বলা হয়ে থাকে। শাক্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেসব স্বনামধন্য শাক্তপদ কর্তাগণ স্বকীয় প্রতিভায় আজও সমানভাবে উজ্জ্বল এবং প্রাসঙ্গিক তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অবশ্যই সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্বের দিকে আলোকপাত করার আগে আমাদের বা পাঠকের অবশ্যই তাঁর আকর্ষণীয় বৈচিত্র্যময় ব্যক্তি জীবনের দিকে আলোকপাত করলেই তার বৈচিত্র্যময় জীবনের অত্যুজ্জ্বল দিকগুলি ধ্রুব তারার ন্যায় আলোক দিশারী হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে আনুমানিক ১৭২০ থেকে ২১ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রামে কবি রামপ্রসাদের জন্ম হয়। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করেন। কথিত আছে রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষেরা স্বচ্ছল ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে রামপ্রসাদদের আর্থিক অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে। তাঁর পিতা রামরাম সেন। রামবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান হলেন রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদ সেন রামদুলাল ও রামমোহন নামক দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামক দুই কন্যার পিতা। সাংসারিক অনটন ও অচলাবস্থা একেবারে চরমে উঠেছিল।

কবি মা কালীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও সাধক ছিলেন। সাংসারিক বাস্তব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা সুখী গৃহকোণের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র কাতর ছিলেন না। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে ঐশ্বরিক প্রীতি ছিল বেশ লক্ষণীয়। ভাবুক মনের অধিকারী রামপ্রসাদ সেন ভাবুকতাকে সঙ্গী করেও সাংসারিক কঠোর কঠিন ঘেরাটোপের যন্ত্রণাময় জীবনের যন্ত্রণাকে লাঘবের জন্য কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে মুহুরীর কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। একসময় ভাবের বসে হিসাবের খাতায় - ২. "আমায় দাও মা তবিল দারী," পদটি লেখার জন্য কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়লেও ভক্তিভাবুকতার জন্যই তার ভাগ্যের চাকা সামনে দিকে ঘুরতে শুরু করে। প্রতিভাবান কবির কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি তার সাধনার পথকে সুগম করার জন্য ভূমি ও বৃত্তি দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। পরবর্তীকালে গুণমুগ্ধ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর নানাবিধ পদের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সভাকবি হিসাবে পাওয়ার বাসনাও করেছিলেন। কিন্তু নির্লোভ কবি, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত কবি, মাতৃচরণ শরণকেই একমাত্র পাথেয়,বিবেচ্য করে সেই প্রস্তাবকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। পরে তিনি রামপ্রসাদ সেনকে ৩. "কবি রঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করেন। জনশ্রুতি আছে যে মা কালিকা তার কন্যার ছদ্মবেশে তাকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেছিলেন।

রামপ্রসাদ সেনের অভিনবত্বের বা তাঁর জনপ্রিয়তা অবশ্যই তার বিভিন্ন পর্যায়ের পদের জন্য এ বিষয়ে যেমন দ্বিমত থাকতেই পারে না, ঠিক তেমনই ভাবে তার সুখ্যাতির এবং জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর সঙ্গীতের অবদানও কোন অংশে কম নয়। তাঁর রচিত সংগীত গুলি যা আপামর জনসাধারণের কাছে রামপ্রসাদী সংগীত হিসেবেই বিখ্যাত। সহজ ভাষায়, সরল সুরে, প্রাণঢালা আবেগে তার গানগুলি আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। আগমনী বিজয়া, তন্ত্র সাধনা সাধন বিষয়ক ভক্তের আকুতি, প্রভৃতি বিষয় তাঁর গানের অংশ হওয়ায় বাঙালি জনমানসে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর গান আজও মানুষকে - ৪. শান্তি, স্বস্তি ও নির্ভরতার এক আশ্চর্য জগতের সন্ধান দেয়।

শ্রী অমরেন্দ্র রায় সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত শাক্ত পদাবলী (চয়ন) গ্রন্থে বিষয়বস্তুর নিরিখে শাক্ত পদগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন - বাল্যলীলা, আগমনী, ৫. বিজয়া, জগজজননীর রূপ," মা কি ও কেমন ",ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা, ইছাময়ী মা, করুণাময়ী মা,কালভয়হারিনী মা, লীলাময়ী মা, ব্রহ্মময়ী মা, মাতৃপূজা, সাধন শক্তি,নাম মহিমা এবং চরন তীর্থ। উপরিউক্ত পর্যায়ের পদগুলির মধ্যে শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে আগমনী বিজয়া এবং ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদ শাক্ত সাধক কিংবা শাক্ত সাহিত্যের পাঠকের হৃদয়ের একটা বড় অংশ জুড়ে আজও সমান ভাবে বিরাজমান। শাক্ত পদকর্তা গৃহী সাধক রামপ্রসাদের বিভিন্ন পর্যায়ের পদের পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শাক্ত সাহিত্যের তাঁর অনন্যতার দিকেও আমরা আলোকপাতে সচেষ্ট হব।

শিবজায়া মেনকার কন্যা উমার সঙ্গে মিলনের জন্য যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা সেটাকেই শাক্তপদ কর্তাগণ আগমনী হিসাবে বা আগমনী পর্যায়ের পদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কয়েকটি আগমনী পর্যায়ের পদের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ বা আলোচনার মাধ্যমে রামপ্রসাদ সেনের বিশিষ্টতা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে-। কবি রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের যে পদটির কথা আমাদের প্রথমেই মনে আসে - ৬. গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাবো না,

বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয় -
এবার মায়ে -ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না"।

রামপ্রসাদ সেনের আগমনী পর্যায়ের এই পদটিতে বাঙালি সমাজ জীবনের বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্য বা প্রত্যক্ষ করা যায়। আসলে কৌলিন্য প্রথার বিষময় ফলস্বরূপ সোনার প্রতিমা উমাকে বয়স্ক পাত্রের (শিবের)সঙ্গে বিবাহ দিতে হয়। বিবাহ পরবর্তীকালে সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এছাড়া চাল- চুলোহীন জীবনের অধিকারী একজনের সঙ্গে সংসার জীবনে আবদ্ধ থাকাও বেশ কষ্টকর ও যন্ত্রণার। তাই দীর্ঘদিন সোনার প্রতিমাকে ছেড়ে থাকা মা মেনকার পক্ষে যথেষ্ট যন্ত্রনার। স্বামী পাষাণ হৃদয়ের বলে তিনি মেয়ের দুঃখ না বুঝলেও মেয়ের ভালোর

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

জন্যই তিনি প্রচলিত তথাকথিত সামাজিক বিধিনিষেধকেও অস্বীকার করতেও পিছুপা হবেন না। তাই শালীনতার,সৌজন্যতার সমস্ত সীমারেখাকে অতিক্রম করে অশালীন, অসৌজন্যমূলক, অনাকাঙ্ক্ষিত ,আচরণ প্রদর্শনেও তিনি প্রস্তুত। আসলে রামপ্রসাদ সেন মা মেনকার মাতৃ হৃদয়ের গোপন প্রদেশে প্রবেশ করে কন্যার জন্য মাতার অকৃত্রিম ব্যাকুলতাকে বাণীরূপ দিয়ে সার্বজনীন করে তুলেছেন যা এক কথায় অসাধারণ।- ৭.

ওগো রানী, নগরে কোলাহল, উঠ,চল চল, নন্দিনী নিকটে তোমার গো।

চল,বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া এসো মা সঙ্গে আমার গো
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার
তোমার অদেয়,কি আছে? এসো দেখি কাছে, প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো,

রানী ভাসে প্রেম -জলে, দ্রুত গতি চলে, খসিল কুন্তল ভার নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে -গৌরি কত দূরে আর গো ॥

আসলে রামপ্রসাদ সেনের আলোচ্য পদটিতে মাতৃ হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক তেমনই ভাবে কন্যার প্রতি মায়ের অপার মমত্ববোধও সমানভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ অদর্শন জনিত ব্যাকুলতায় বিপন্নতার পর জয়ার কাছ থেকে উমার আগমনের সুসংবাদে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়ে অসম্বৃতভাবে নগরের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে উমা অভিমুখে এগিয়ে চলা- উমার প্রতিমা মেনকার এই কন্যা স্নেহে পাগল পারা দৃশ্য যেন আমাদের প্রতিটি বাঙালি ঘরের মেয়ের প্রতি মায়ের যে চিরন্তন অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর টান সেটাকেই রামপ্রসাদ সেন সহজ ভাষায় সহজ ভাবে অনুপম ভাবে ব্যক্ত করেছেন যা এক কথায় অতুলনীয়। ৮.

**“কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে,**

**পৃথক প্রণব নানা লীলাতব, কে বুঝে একথা বিষমভারি
নিজ তনু আধা, গুণবতী বাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী
“।**

- রামপ্রসাদ সেনের এই পদটি একটু ভিন্ন স্বাদের। এটি মা কি ও কেমন এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পদটিতে রামপ্রসাদ সেন কালি এবং কৃষ্ণ যে এক সেটা দেখাতে চেয়েছেন। এর পাশাপাশি আলোচ্য পদটিতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের

**"সাম্যবাদী" কাব্যগ্রন্থের নারী কবিতার -
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যানকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।-**

এর সাদৃশ্য এখানে পাওয়া যায়। এছাড়া রামপ্রসাদ সেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধ্বজা বাহক বা অগ্রদূত।
ভব যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য সাধক কবি মায়ের কাছে নিজের দুঃখ যন্ত্রণা নিবেদন করেছেন ব্যাকুল ভাবে । এই বিষয়টিকেই সাধারণত ভক্তের আকুতি বলা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে "কবি রঞ্জন" রামপ্রসাদ সেনের জনপ্রিয়তা বা সুখ্যাতি তাঁর ভক্তের আকুতি বিষয়ক পদগুলির জন্যই। পদগুলির মধ্যে দিয়ে ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুলতাকে নানান উপমা ও অলংকারের মাধ্যমে পুষ্পের পাপড়ির ন্যায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করেছেন দক্ষ চিত্রশিল্পীর ন্যায়। যা তার শিল্প নৈপুণ্যের দক্ষতার পরিচায়ক।

**৯. " কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো,
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো,
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো,
ওমা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল"।**

বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক উইলিয়াম ১০. শেক্সপিয়ারের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি - "All the world's a stage and life's a play"- অর্থাৎ সারা বিশ্বই একটি মঞ্চ জীবনটাই একটি নাটক। রামপ্রসাদ সেনের ভক্তের আকুতি শীর্ষক গান বা পদটিতেও ভ্রমর যেমন ভাবে মধু আহরণের জন্য চিত্রের পদ্মের কাছে গুণ গুণ করেও মধুর মিষ্টতা অনুভবে ব্যর্থ হয়, ঠিক তেমনি ভাবে মনুষ্য জীবনও চিত্রের পদ্মের মতোই বৈষয়িক টানে আবদ্ধ থেকে মাতৃ চরণ-শরন উপেক্ষা করে যন্ত্রণাময় জীবনে আবর্তিত বিবর্তিত হতে থাকে। কথার ছলনায়, বৈষয়িক মোহে আবদ্ধ করে জগজজননী মা প্রকৃত মুক্তি বা মোক্ষের সন্ধান দেন না। মাতৃ পাদপদ্মে স্থান লাভেই যন্ত্রনাদগ্ধ জীবনের একমাত্র পাথেয়। এই বিষয়টিকেই উপমার মাধ্যমে রামপ্রসাদ সেন তুলে ধরেছেন রূপকের মাধ্যমে।-

**" আমি তাই অভিমান করি,১১.
আমায় করেছ গো মা সংসারী
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি"।**

রামপ্রসাদ সেন ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদটিতে অর্থ ছাড়া মনুষ্য জীবন যে বৃথা বা অচল সেটার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আসলে মনুষ্য জীবনে অন্ন- বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রাথমিক এই তিনটি চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ একমাত্র আবশ্যক । আসলে নিজে গৃহী সাধক হওয়ার কারণে ভাবের ঘোরে বিভোর থাকলেও অর্থহীন জীবনের যে যন্ত্রনা তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তাই প্রয়োজনীয় রসদের জন্যই মায়ের কাছে অভিমান করা ছাড়া সন্তানের বা কী করার থাকতে পারে। অর্থ ছাড়া সংসারী জীবনের যে অসারতা সেটিকে রামপ্রসাদ সেন দক্ষ শিল্পীর ন্যায় অসামান্য দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন।

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

রামপ্রসাদের গান গুলির মধ্যে আলাদা একটা ভালোলাগা ও মাধুর্য রয়েছে। গান বা পদগুলিতে ভক্তি ব্যাকুলতা অভিমান অনুযোগ যেন ঝরে ঝরে পড়েছে - ১২.

" মা আমায় ঘুরাবে কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত "।

রামপ্রসাদের এই পদটি আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তেল বের করার জন্য কলু বলদকে যেমন ভাবে বারে বারে ঘুরিয়ে থাকে, তেমনই ভাবে মা কালিকা রামপ্রসাদ রূপ মানুষকে বা মানুষদের কাম- ক্রোধ- মদ- মোহ-লোভ - মাৎসর্য্যরূপ ষড়রিপুর বশবর্তী করে ভব জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত না করে তার চরণে স্থান না দিয়ে বারে বারে যন্ত্রণাময় সংসার জীবনে কলুর বলদ এর মত ঘুরতে বাধ্য করেছেন। সন্তানের প্রতি মায়ের এহেন আচরণ কাম্য নয় বলে রামপ্রসাদ অনুযোগ করেছেন। আসলে জগৎ মাতার প্রতি তাঁর অন্তরের যে সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তা সহৃদয় পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না- এখানেই রামপ্রসাদের অনন্যতা। আসলে তাঁর পদগুলিতে আমরা- ১৩. ...." Spontaneous over flow of powerful feelings " দেখতে পাই।

রামপ্রসাদ যেন ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদের ক্ষেত্রে যেমন কৃতিত্বের নিদর্শন বা স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন বিজয়া পর্যায়ের পদগুলির সার্বজনীন আবেদনকেও কিন্তু কেউ সহজে অস্বীকার করতে পারেন - তেমনটা কিন্তু একেবারেই নয়।
বিজয়ার পর্বের পদগুলিতে গিরিরাজ হিমালয় এবং মা মেনকার কাছ থেকে উমা মা কৈলাসে ফিরে যাবেন কৃত্তিবাসের সঙ্গে। আসন্ন বিচ্ছেদ ভাবনায় মাতৃহৃদয়ের যে অতলান্ত ব্যাকুলতা- বিষন্নতা সহজেই প্রতিটি মায়ের হৃদয়কে আজও সমানভাবে স্পর্শ করে - ১৪.

" ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার,
কি শুনি দারুন কথা দিবসে আধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল
বেরোও গনেশ মাতা,ডাকে বার বার "।

বাংলা সাহিত্যের পরম বিস্ময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "যেতে নাহি দিব" কবিতার মতোই মায়ের মন না চাইলেও সংসারী উমাকে তবুও যেতে দিতে হয়, এটাই চরম বাস্তব। সম্ভাব্য নানাবিধ বিপদ বিড়ম্বনার কথা ভেবে মাতৃহৃদয় ব্যথাতুর হলেও দুঃখের সংসারের সমুদ্রে আবারও প্রাণপাখি উমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব - সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়।
বিজয়ার পাশাপাশি" মনদীক্ষা" পর্যায়ের পদ রচনায়ও তার বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে। মনো দীক্ষা বলতে ঐশ্বরিক ভাবুকতার জন্য মনকে প্রস্তুত করার যে পর্যায়- তাকেই সাধারণভাবে মনোদীক্ষা বলা হয়ে থাকে। ১৫.

" মন রে কৃষিকাজ জান না
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা "।

পদটিতে রামপ্রসাদ সেন রূপকের আড়ালে একটা গভীর তত্ত্বকথাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। কৃষকরা জমিতে ফসল ফলানোর মতোই মানুষের মন যদি মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারতো তাহলে ভক্তির -বিশ্বাসের- জ্ঞানের-চৈতন্যের সোনা ফলতো। অর্থাৎ মন হয়ে উঠতো আবাদি সোনার মতো চাকচিক্যময় ও ভক্তি রসে সমৃদ্ধ।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, শাক্তপদাবলী সাহিত্যে নানান প্রতিথযশা শাক্ত পদকর্তা যেমন- কমলাকান্ত ভট্টাচার্য,মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র,নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়,রামলাল দাসদত্ত, রঘুনাথ রায়, নিধিবাবু কালী মির্জা, দাশরথি রায় কিংবা ঈশ্বর গুপ্ত, গিরীশ ঘোষের মতো স্বনামধন্য কৃতী শাক্ত পদকর্তা থাকলেও সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন এক অনন্য সংযোজন। আসলে রামপ্রসাদ সেন ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিপরীতে শুধুমাত্র ভাববিহবলতা, সরলতা, ভক্তি ভাবুকতা, উদারতা, সহজ ভাষায় গভীর ও জটিল তত্ত্বকথাকে নানান উপমা ও রূপকের মাধ্যমে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দক্ষ শিল্পীর ন্যায় যা এক কথায় অসামান্য। তাইতো coledridge এর মতোই আমরাও বলতে পারি রামপ্রসাদের কবিতা - ১৬. ." Best words in the best order". রামপ্রসাদ সেনের গানগুলি আজও বাঙালির দুঃখ- দুর্দশা হরণের বিশল্যকরণী। তাঁর গানের অনুপম মাধুর্য্যে মুগ্ধ স্বয়ং বিশ্বকবি। রামপ্রসাদের রচনা এক কথায় সহজ ও সরল কিন্তু তেজস্বীয়তায় ভক্তি রসে সমৃদ্ধ। তাইতো ভক্তি অর্ঘ্যকে পাথেয় করে তিনি বিশ্বজননীকে তিনি ঘরের মায়ের আসনে বসিয়ে মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়ে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। সহজ ভাষা,সরল সুর- প্রয়োজন মাফিক অলংকারের ব্যবহার, সচেতন ভাবে ছন্দের ব্যবহার, ভক্তি রসে সমৃদ্ধ করার জন্য তার পদগুলি হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে মধুর। ১৭.

" সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর "

তাইতো তাঁর উমা সংগীত কিংবা শ্যামা সংগীত পর্যায়ের পদগুলি দেশ ও কালের সীমারেখাকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে সার্বজনীন ও আবহমান কালের।

REFERENCE

1. চট্টোপাধ্যায়, ড: পার্থ,. বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টিকা. তুলসী প্রকাশনী; p. 157.
2. চক্রবর্তী, জাহ্নবি কুমার,. শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা. ডি এম লাইব্রেরী; p. 220.
3. গুপ্ত, ক্ষেত্র. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস. গ্রন্থ নিলয়; p. 200.

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. জানা শ্রীমন্ত কুমার. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পরিচয়. ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড; n.d. p. 106.
5. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার,. আদি-মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. প্রজ্ঞা বিকাশ;. p. 1170.
6. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. শাক্ত পদাবলী. বিদ্যা;. p. 84.
7. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. শাক্ত পদাবলী. বিদ্যা; p. 121.
8. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. শাক্ত পদাবলী. বিদ্যা; p. 170.
9. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. শাক্ত পদাবলী. বিদ্যা;. p. 173.
10. চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার. শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা. ডি এম লাইব্রেরী; n.d.
11. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. শাক্ত পদাবলী. বিদ্যা; p. 175.
12. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. শাক্ত পদাবলী. বিদ্যা; p. 181.
13. চক্রবর্তী জাহ্নবী কুমার. শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা. ডি এম লাইব্রেরী; p. 48.
14. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. শাক্ত পদাবলী. বিদ্যা; n.d. p. 163.
15. আচার্য্য দেবেশ কুমার. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. ইউনাইটেড বুক এজেন্সী; p. 676.
16. চক্রবর্তী জাহ্নবী কুমার. শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা. ডি এম লাইব্রেরী; p. 48.
17. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ. কবিতা (সঞ্চয়িতা). সীমায় প্রকাশ, শুভম;p. 382.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

সুবিনয় বর একজন নিষ্ঠাবান সহকারি শিক্ষক, যিনি চক কৃষ্ণরামপুর বরদাময়ী হাই স্কুল, ফলতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত। তিনি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং পাঠদানে সৃজনশীলতা ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/